

চুনাবুঘাট পৌরসভা কার্যালয়

চুনাবুঘাট, হবিগঞ্জ।

পৌরসভার প্রশাসকের কর্মসম্পাদনে সহায়তার জন্য গঠিত কমিটির সভার কার্যবিবরণী :

সভাপতি : গালিব চৌধুরী

প্রশাসক, চুনাবুঘাট পৌরসভা

সভার তারিখ ও সময় : ২৭.০৪.২০২৬ খ্রিষ্টাব্দ, দুপুর ১২.৩০ টা।

সভার স্থান : সভাকক্ষ, চুনাবুঘাট পৌরসভা।

সভায় উপস্থিতি : পরিশিষ্ট 'ক' সন্নিবেশিত

সভাপতি উপস্থিত সকল সদস্য ও পৌরসভার কর্মকর্তা-কর্মচারীগণকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। অতঃপর সভাপতির অনুমতিক্রমে পৌরসভার হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা জনাব মোহাম্মদ লিয়াকত আলী বিগত সভার কার্যবিবরণী সভায় পাঠ করে শুনান এবং কোন সংশোধনী না থাকায় তা সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়। অতঃপর: সভায় আলোচ্যসূচী অনুযায়ী বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয় :

ক্রঃ নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা ও সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
০১	পৌরসভার বিভিন্ন কর ফি ইত্যাদি রাজস্ব আদায় সংক্রান্ত।	সভায় হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা বিগত মাসে পৌরসভার হোল্ডিং টেক্স, ট্রেড লাইসেন্স ফি, যানবাহন কর ও অন্যান্য খাতে রাজস্ব আদায়ের তথ্য/ হিসাব বিবরণী উপস্থাপন করেন। উপস্থাপিত হিসাব বিবরণী সভায় পর্যালোচনা করা হয়। হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা সভাকে অবহিত করেন যে, অত্র পৌরসভায় চলমান IUGIP প্রকল্পটি Result Based Lending এবং DLI ভিত্তিক হওয়ায় প্রকল্পের আওতায় প্রণীত UGIAP এ বর্ণিত কার্যক্রম কার্যক্রম যথাযথভাবে বাস্তবায়নের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। তন্মধ্যে হোল্ডিং টেক্স ন্যূনতম ৮০% এবং নন টেক্স রাজস্ব দাবীর ন্যূনতম ৯০% আদায় করতে হবে। পৌরসভার নিজস্ব রাজস্ব বাজেটের আওতায় Poverty Reduction Action Plan (PRAP) খাতে ১% , Gender Equation and Social Inclusion Action Plan (GESIAP) খাতে ১% এবং O & M খাতে মোট রাজস্ব বাজেটের ২৫% অর্থ ব্যয় করতে হবে। অন্যথায় পৌরসভা প্রকল্প সহায়তা থেকে বাদ পড়তে পারে। নাগরিক সেবার এ সকল খাতের ব্যয় নির্বাহের জন্য পৌরসভার রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি অব্যাহত রাখতে হবে। রাজস্ব বৃদ্ধির লক্ষ্যে অন্তর্বর্তী এসেসমেন্ট করে নতুন হোল্ডিং এর কর ধার্য ও আদায় করা প্রয়োজন এবং রাজস্ব বৃদ্ধির লক্ষ্যে আদায়ের নতুন নতুন উৎস বের করা প্রয়োজন। তিনি আরো জানান বকেয়াসহ হালসনের ট্রেড লাইসেন্স ফি আদায়ের জন্য অভিযান পরিচালনা করা জরুরী। সভাপতি জানান যে, IUGIP প্রকল্পটি চুনাবুঘাট পৌরসভার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রকল্প হতে বরাদ্দকৃত অর্থ দ্বারা পৌরসভার গুরুত্বপূর্ণ বড় বড় অবকাঠামো উন্নয়নের কাজ চলমান আছে এবং আরো কাজ করার সুযোগ রয়েছে। প্রকল্পের ২টি পার্ট রয়েছে, একটি গভার্ন্যান্স এবং অপরটি ইম্পারফরম্যান্স। গভার্ন্যান্স এর আওতায় প্রণীত UGIAP এর ৯টি এরিয়ার ২৮টি কর্মতৎপরতা যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে, অন্যথায় ইম্পারফরম্যান্স উন্নয়নের জন্য বরাদ্দ পাওয়ার ক্ষেত্রে	(ক) প্রশাসক (খ) পৌর নির্বাহী কর্মকর্তা/ হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা (গ) উপ সহকারী প্রকৌশলী (ঘ) কর আদায়কারী (ঙ) বিভিন্ন সনদপত্র প্রস্তুত কাজে দায়িত্বপ্রাপ্ত সংশ্লিষ্ট সহকারীগণ।

		জটিলতা তৈরী হতে পারে। কাজেই প্রকল্পের শর্তাবলী পূরণসহ পৌরবাসীকে কাজীত নাগরিক সেবা প্রদানের জন্য পৌরসভার নিজস্ব রাজস্ব দাবী ও আদায় বৃদ্ধি অপরিহার্য। পৌরসভার হোল্ডিং নন-হোল্ডিং টেক্স/রাজস্ব আদায়ের হার আরো বৃদ্ধির জন্য সকলকেই আরো তৎপর হতে হবে। পৌরসভার পাওনা বিভিন্ন কর, ফি রেইটস্ ইত্যাদি আদায়ের জন্য জোরালো ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে এবং কমিটির সকলকেই আদায় কার্যক্রমে সার্বিক সহযোগিতা এবং নিয়মিত তদারকী করতে হবে। সিদ্ধান্ত ১.১: বকেয়াসহ হালসনের হোল্ডিং টেক্স, ট্রেড লাইসেন্স ফি, অযান্ত্রিক যানবাহনের লাইসেন্স ফি, ইমারত নির্মান ফি, ও অন্যান্য কর, ফি, রেইটস্ ইত্যাদি আদায়ের জন্য করদাতাদেরকে তাগাদাপত্র প্রদান, মাইকিং এবং টিম গঠন করে হোল্ডিং টেক্স ও নন হোল্ডিং রাজস্ব আদায় কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে। অন্তর্বর্তীকালীন এসেসমেন্টের মাধ্যমে বাদপড়া ও নতুন নতুন হোল্ডিং এর কর ধার্য ও আদায় করতে হবে। তাছাড়া আদর্শ কর তফসিল ২০১৪ (সংশোধনী ২০১৭) এর আলোকে নতুন নতুন উৎস/খাত হতে কর/ফি আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে। সিদ্ধান্ত ১.২ : দীর্ঘদিন যাবৎ বকেয়া ট্রেড লাইসেন্স ফি আদায়ের জন্য মোবাইল কোর্ট পরিচালনাসহ প্রয়োজনীয় অন্যান্য পদক্ষেপ গ্রহন করা হবে।	
উন্নয়নমূলক সংক্রান্ত :	কর্মকান্ড	সভায় উপসহকারী প্রকৌশলী জনাব টিটন দাশ জানান যে, এডিপি, কোভিড-১৯, IUGIP প্রকল্পের আওতায় পূর্বে গৃহীত উন্নয়ন প্রকল্পের কাজসমূহ চলমান আছে। সিদ্ধান্ত ২.১ : চলমান এডিপি, কোভিড-১৯, ও IUGIP প্রকল্পের আওতায় চলমান বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ গুনগতমান অক্ষুন্ন রেখে দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। সিদ্ধান্ত ২.২ : IUGIP প্রকল্পের আওতায় চলমান বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের কাজের অগ্রগতি সন্তোষজনক পর্যায়ে আনার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে।	(ক) প্রশাসক (খ) উপ সহকারী প্রকৌশলী (গ) সদস্য (সকল) সহায়ক কমিটি।
শহরের নিয়ন্ত্রনের প্রয়োজনীয় গ্রহন :	যানজট লক্ষ্যে পদক্ষেপ	সভাপতি, সভায় বলেন যে, চুনাবুঘাট পৌর শহরের যানজটের মাত্রা অনেক বেড়ে গেছে। সিএনজি অটোরিক্সা, ব্যাটারীচালিত রিক্সা, মিশুক, টমটম ইত্যাদি শহরের প্রধান প্রধান রাস্তার উপর যত্রতত্র দাড়িয়ে যাত্রী উঠানামা করে থাকে এবং গোলচত্বর, বাম্বা রাস্তার মোড়ে, সতং রাস্তার মুখে, ডিসিপি স্কুলের প্রবেশ পথে প্রধান রাস্তার উপর সিএনজি/ ব্যাটারীচালিত অটোরিক্সার অবৈধ স্ট্যান্ড তৈরী এলোপাতারি গাড়ি রেখে যাত্রী উঠানামা করার কারনে জনসাধারণ ও যানবাহনের চলাচলে মারাত্মক সমস্যা সৃষ্টি করছে। পন্যবাহী ভারী যানবাহন বিভিন্ন দোকানের সামনে রাস্তার উপর দাড় করিয়ে রেখে সারাদিন পন্য লোড-আনলোড করে থাকে। এই সকল কারনে যানজট, সড়কে বিশৃংখলা, স্কুল -কলেজের শিক্ষার্থীদের ও জনসাধারণের চলাচলে মারাত্মক সমস্যা তৈরী হচ্ছে। সহায়ক কমিটির সদস্য, চুনাবুঘাট থানার অফিসার ইনচার্জ জনাব মোহাম্মদ শফিকুল ইসলাম বলেন যানজট নিয়ন্ত্রনের লক্ষ্যে সিএনজি অটোরিক্সাসমূহ শহরের বাহিরে নির্ধারিত স্ট্যান্ডে অবস্থান করে চলাচল, ব্যাটারী চালিত রিক্সা, মিশুক, টমটম রাস্তায় না দাড়িয়ে থেকে সবসময় চলমান অবস্থায় থাকা, পন্য লোড-আনলোডের জন্য সময় নির্ধারণ করে দেয়া এবং পন্যবাহী ভারী যানবাহনের শহরে প্রবেশের সময়সীমা নির্ধারণ করে দেয়ার জন্য প্রস্তাব করেন। তিনি আরো বলেন ট্রাফিক পুলিশের জনবলের সংকট রয়েছে। যানজট নিরসন কাজে ট্রাফিককে সহায়তা করার জন্য পৌরসভা হতে ১০/১২ জন ট্রাফিক সহায়ক কর্মী নিয়োগ প্রদানের অনুরোধ জানান। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর যানজন নিয়ন্ত্রনের লক্ষ্যে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয় :	(ক) প্রশাসক (খ) অফিসার ইনচার্জ, চুনাবুঘাট থানা। (গ) পৌর নির্বাহী কর্মকর্তা (ঘ) উপ সহকারী প্রকৌশলী

		সিদ্ধান্ত ৩.১ : সিএনজি চালিত অটোরিক্সাসমূহ শহরের উত্তর বাজার ও দক্ষিণ বাজার সিএনজি স্ট্যান্ডে অবস্থান করে চলাচল করবে। কোনো অবস্থায়ই নির্ধারিত স্ট্যান্ড ব্যতিত শহরের ভিতরে রাস্তায় দাড়িয়ে যাত্রী উঠানামা করতে পারবে না। সিদ্ধান্ত ৩.২ : ব্যাটারীচালিত রিক্সা, মিশুক, টমটম ইত্যাদি শহরের প্রধান প্রধান রাস্তার উপর পার্কিং বা দাড়িয়ে যাত্রী উঠানামা করতে পারবে না। সবসময় চলমান অবস্থায় থাকবে। কেবলমাত্র পৌরসভা হতে অনুমতিপ্রাপ্ত ব্যাটারী চালিত রিক্সা, মিশুক, টমটম শহরে প্রবেশ ও চলাচল করতে পারবে। অন্য কোনো ব্যাটারী চালিত গাড়ি শহরে চলাচল করতে পারবে না। সিদ্ধান্ত ৩.৩ : পন্যবাহী ভারী যানবাহন সকাল ৮-১০টা পর্যন্ত এবং বিকাল ৩.৩০-৫.০০ পর্যন্ত শহরে প্রবেশ বন্ধ থাকবে। উল্লেখিত সময়ে পন্যবাহী ভারী যানবাহন নিয়ন্ত্রনের জন্য শহরের দক্ষিণ প্রবেশমুখে ব্রাক অফিসের সামনে ১টি, বাল্লা রোডের লক্ষিপুরে ১টি এবং উত্তর বাজারে ১টি মোট ৩টি ব্যারিকেড তৈরী করা হবে। সিদ্ধান্ত ৩.৪ : সকাল ৯.০০ থেকে বিকাল ৫.০০ পর্যন্ত শহরের ভিতরে যানবাহন হতে পন্য লোড-আনলোড বন্ধ থাকবে। সিদ্ধান্ত ৩.৫ : দৈনিক হাজিরা ভিত্তিক ১০ (দশ) জন ট্রাফিক সহায়ক কর্মী (শ্রমিক) নিয়োগ করা হবে। এদের মধ্যে ৩ জন ৩টি ব্যারিকেটে এবং অন্যান্যরা মধ্যবাজার (গোলচত্বর), বাল্লা রোড, সতং রাস্তার মোড়, উত্তর বাজার (রানীগাও রোড) এলাকায় অবস্থান করে যানজট নিয়ন্ত্রনের কাজ করবেন। ট্রাফিক সহায়ক কর্মীগণকে দৈনিক হাজিরা ভিত্তিক শ্রমিক হিসেবে দৈনিক ৩৭০/- (তিনশত সত্তর) টাকা হারে মুজুরী প্রদান করা হবে।	
০৪	(ক) ময়লা-আবর্জনা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নকরণ :	(ক) হিসবরক্ষণ কর্মকর্তা সভায় জানান যে, বর্তমানে নিয়োজিত ডে শিফ্টে ৩৪ জন এবং নাইট শিফ্টে ১২ জন মোট মোট ৪৬ জন পরিচ্ছন্ন কর্মী/দৈনিক হাজিরা ভিত্তিক শ্রমিক শহরের রাস্তাঘাট ঝাড়ু দেয়া, ড্রেন, রাস্তাঘাট, ডাস্টবিনের ময়লা আবর্জনা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও অপসারণ কাজ করে যাচ্ছে। ডে শিফ্টে ১টি টিম শহরের উত্তরাংশে (৫টি ওয়ার্ডের) এবং অপর, ১টি টিম দক্ষিণাংশের (৪টি ওয়ার্ডের) ড্রেনের বর্জ্য, বিভিন্ন অফিস-আদালত, উপজেলা কমপ্লেক্স, হাসপাতাল কমপ্লেক্স, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ময়লা আবর্জনা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন/অপসারণ করে যাচ্ছে এবং অন্য ১টি টিম শহরের সকল ডাস্টবিনের ময়লা আবর্জনা অপসারনের কাজ সমপন্ন করছেন। তাছাড়া নাইট শিফ্টে ২টি টিমে ভাগ হয়ে শহরের রাস্তাঘাট, বিভিন্ন অফিস কমপ্লেক্স, হাসপাতাল ঝাড়ু দিয়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজ করে যাচ্ছে। সভায় এ বিষয়ে বিস্তারিত আলাপ-আলোচনা করা এবং শহরকে আরো পরিচ্ছন্ন ও বর্জ্য ও ড্রেন ব্যবস্থাপনা কাজকে আরো গতিশীল করার লক্ষ্যে শ্রমিকের সংখ্যা আরো বৃদ্ধি করা প্রয়োজন মর্মে সদস্যগণ মত প্রকাশ করেন। সিদ্ধান্ত ৪.১ : বর্জ্য ও ড্রেন ব্যবস্থাপনা কাজকে আরো গতিশীল করার লক্ষ্যে নতুন আরো ০৩ (তিন) জন দক্ষ শ্রমিক নিয়োগ করা হবে এবং তাদেরকে দৈনিক ৩৭৫/- (তিনশত পঁচাত্তর) টাকা হারে মুজুরী প্রদান করা হবে।	১। প্রশাসক, ২। পৌর নির্বাহী কর্মকর্তা/ হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা।

		সিদ্ধান্ত ৪.২ : নিয়মিত পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার কাজ অব্যাহত ও আরো গতিশীল রাখতে হবে। শহরের যে সকল এলাকার ডাস্টবিন নষ্ট হয়ে গেছে, সেখানে নতুন ডাস্টবিন পুনঃস্থাপন করতে হবে। ময়লা আবর্জনার ত্বপে এবং ড্রেন, ডাস্টবিনের আশপাশে নিয়মিত ব্লিচিং পাউডার ছিটানো হবে।	
০৪	ডেঙ্গুসহ মশাবাহিত অন্যান্য রোগ প্রতিরোধ :	সভায় ডেঙ্গুসহ মশাবাহিত বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধে নিয়মিত মশক নিধন ঔষধ প্রয়োগের বিষয়ে আলোচনা হয়। হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা জানান যে, পৌর প্রশাসক মহোদয়ের সাথে পরামর্শক্রমে “ডেঙ্গুসহ মশাবাহিত অন্যান্য রোগ প্রতিরোধে জাতীয় নির্দেশিকা ২০২৫” অনুসরণ করে ২টি ফগার মেশিন ও ২টি স্প্রে মেশিন দিয়ে সমগ্র পৌর এলাকায় পালক্রমে প্রতিদিন পূর্বাঞ্চে লার্ভিসাইড ঔষধ এবং অপরাঞ্চে এডাল্টসাইট ঔষধ ছিটানো হচ্ছে। সহায়ক কমিটির সদস্য, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাঃ মোজাম্মেল হোসেন বলেন, ডেঙ্গুসহ মশাবাহিত বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধে নিয়মিত মশক নিধন ঔষধ ছিটানোর পাশাপাশি মশার বিস্তার রোধে বিশেষ পরিচ্ছন্নতা অভিযানের মাধ্যমে পৌর এলাকার সকল রাস্তাঘাটের পার্শ্বের, হাসপাতাল কমপ্লেক্স সরকারি-বেসরকারি অফিস, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাট-বাজার, আবাসিক এলাকার ঝোপ-জঙ্গল, কচু, লতাপাতা, আগাছা ইত্যাদি ভালোভাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা প্রয়োজন। সভায় এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়, আলোচনান্তে জনস্বার্থে এ কাজে দক্ষ শ্রমিক নিয়োগের মাধ্যমে জরুরীভাবে উল্লেখিত বিশেষ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার কাজটি সমপন্ন করার বিষয়ে সকলেই একমত পোষন করেন। সিদ্ধান্ত ৪.১: “ডেঙ্গুসহ মশাবাহিত অন্যান্য রোগ প্রতিরোধে জাতীয় নির্দেশিকা ২০২৫” অনুসরণ করে নিয়মিত লার্ভিসাইড ও এডাল্টসাইট ঔষধ ছিটানোর কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে এবং আগাছা, ময়লা আবর্জনা নিয়মিত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করতে হবে। ক্রয়কৃত মশক নিধন ঔষধের মজুদ শেষ হওয়ার আগেই লার্ভিসাইড ও এডাল্টসাইট ঔষধ ক্রয়সহ যথোপযুক্ত কার্যক্রম গ্রহন করতে হবে। সিদ্ধান্ত ৪.২ : প্রয়োজনীয় সংখ্যক দৈনিক হাজিরা ভিত্তিক দক্ষ শ্রমিক (বিশেষভাবে দক্ষ চা বাগানোর দক্ষ শ্রমিক) নিয়োগ করে সকল রাস্তাঘাটের পার্শ্বের, হাসপাতাল কমপ্লেক্স, সরকারি-বেসরকারি অফিস, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাট-বাজার, আবাসিক এলাকার ঝোপ-জঙ্গল, কচু, লতাপাতা, আগাছা ইত্যাদি ভালোভাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা হবে। চলতি অর্থ বছরে মশক নিধন খাতে সরকারিভাবে বরাদ্দকৃত ২,৬৮,০০০/- (দুই লক্ষ আটশটি হাজার) টাকা হতে এ কাজের ব্যয় বহন করা হবে। সিদ্ধান্ত ৪.৩ : ঝোপ-জঙ্গল, কচু, লতাপাতা, আগাছা ইত্যাদি যাতে পুনরায় দ্রুত বিস্তার লাভ করতে না পারে এজন্য নিয়মিত আগাছানাশক কীটনাশক স্প্রে প্রয়োগ করা হবে।	১। প্রশাসক, ২। পৌর নির্বাহী কর্মকর্তা/ হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা। ৩। উপ সহকারী প্রকৌশলী।

০৬ পৌরসভার হাট ও বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন :

সভাপতি, চুনারুঘাট পৌরসভার হাট ও বাজার ব্যবস্থাপনা, যানজট নিরসন, ফুটপাথ দখলমুক্ত, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের জন্য কেনাবেচার স্থান নির্ধারণ, বাজারের অবৈধ স্থাপনা অপসারণসহ সার্বিক উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা/তদারকির লক্ষ্যে সরকারি নির্দেশনা অনুযায়ী ব্যবস্থাপনা কমিটি পুনঃগঠন করা একান্ত প্রয়োজন মর্মে ভিত্তিমত ব্যক্ত করেন। তিনি আরো বলেন "হাট ও বাজার (স্থাপন ও ব্যবস্থাপনা) বিধিমালা, ২০২৫" এ নির্ধারিত ব্যক্তিবর্গের সাথে স্থানীয় বিভিন্ন শ্রেণী পেশার আরো কয়েকজনকে সদস্য হিসেবে কো-অন্ট করলে কমিটির কার্যক্রম আরো গতিশীল হবে। সভায় এ বিষয়ে আলোচনান্তে সভাপতিন মতের সাথে একমত পোষন করেন।

সিদ্ধান্ত : ভূমি মন্ত্রণালয়ের ২১ আশ্বিন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/ ৬ অক্টোবর, ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ তারিখের এস.আর.ও নং ৩৯৯-আইন/২০২৫ প্রজ্ঞাপন মূলে জারিকৃত "হাট ও বাজার (স্থাপন ও ব্যবস্থাপনা) বিধিমালা, ২০২৫" এর বিধি ১৩ এর উপবিধি (৩) পরিশিষ্ট-৭(গ) অনুযায়ী চুনারুঘাট পৌরসভার হাট ও বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটি নিম্নোক্তভাবে পুনঃগঠন করা হলো :

কমিটি :

ক্রম নং	নাম ও ঠিকানা	কমিটিতে পদবী	মন্তব্য
০১	প্রশাসক, চুনারুঘাট পৌরসভা	সভাপতি	
০২	সহকারি কমিশনার (ভূমি) চুনারুঘাট, হবিগঞ্জ।	সদস্য	জেলা প্রশাসকের প্রতিনিধি
০৩	উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, চুনারুঘাট, হবিগঞ্জ।	সদস্য	
০৪	উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, চুনারুঘাট, হবিগঞ্জ।	সদস্য	সহায়ক কমিটির সদস্য (কাউন্সিলর)
০৫	অফিসার ইনচার্জ চুনারুঘাট থানা, হবিগঞ্জ।	সদস্য	সহায়ক কমিটির সদস্য (কাউন্সিলর)
০৬	উপজেলা সমাজ সেবা কর্মকর্তা চুনারুঘাট, হবিগঞ্জ।	সদস্য	সহায়ক কমিটির সদস্য (কাউন্সিলর)
০৭	উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা চুনারুঘাট, হবিগঞ্জ।	সদস্য	সহায়ক কমিটির সদস্য (কাউন্সিলর)
০৮	উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা চুনারুঘাট, হবিগঞ্জ।	সদস্য	সহায়ক কমিটির সদস্য (কাউন্সিলর)
০৯	মোঃ নাজিম উদ্দিন, সাবেক মেয়র, চুনারুঘাট পৌরসভা।	সদস্য	জেলা প্রশাসক মনোনীত (গন্যমান্য ব্যক্তি)
১০	মোজাম্মেল হক তালুকদার, সহকারী অধ্যক্ষ, সৈয়দ সঈদউদ্দিন ডিমি কলেজ, মাধবপুর, হবিগঞ্জ।	সদস্য	জেলা প্রশাসক মনোনীত (শিক্ষক প্রতিনিধি)
১১	মোঃ আব্দুস সালাম তালুকদার, সভাপতি, ব্যবসায়ী কল্যাণ সমিতি (ব্যাকস), চুনারুঘাট পৌরসভা, হবিগঞ্জ।	সদস্য	ব্যবসায়ী প্রতিনিধি
১২	মোঃ আব্দুল হান্নান রমন, ব্যবসায়ী, চুনারুঘাট পৌরসভা, হবিগঞ্জ।	সদস্য	ব্যবসায়ী প্রতিনিধি
১৩	মীর সাহেব আলী ব্যবসায়ী, চুনারুঘাট পৌরসভা, হবিগঞ্জ।	সদস্য	ব্যবসায়ী প্রতিনিধি (কো-অন্ট সদস্য)
১৪	মোঃ ফারুক হোসেন চৌধুরী সভাপতি, চুনারুঘাট প্রেসক্লাব ও ব্যবসায়ী, চুনারুঘাট পৌরসভা, হবিগঞ্জ।	সদস্য	ব্যবসায়ী প্রতিনিধি (কো-অন্ট সদস্য)